দৈনিক ইনকিলাব

327

তারিখ ... ... NOV...1 8.1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩.....

গভীর রাতে রাজশাহী ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও শিবিরের তুমুল সংঘর্ষে ৪০ জন আহত

রাঃবিঃ রিপোর্টার ঃ সীট দখলকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠন মুজীববাদী ছাত্রলীগ ও শিবির কর্মীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি ছাত্র হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ১২ জন শিবির কর্মীকে আটক করেছে। ১০টি কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে। ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহত ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

একাধিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, শহীদ জিয়াউর রহমান হলের ২০৮ নং কক্ষের একটি সীট দখলকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে। সূত্র জানায়, উক্ত কক্ষের আবাসিক ছাত্রশিবির কর্মী কাজী জালাল মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে গত মঙ্গলবার ব্যাগ ব্যাগেজ বাড়ী চলে যায়। ছাত্রলীগের কর্মীরা শিবির কর্মীর এই সীটটি অবৈধভাবে দখল করে নেয়। পরে শিবির কর্মীরা উক্ত সীট নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়ার পর ছাত্রলীগ পুনরায় তা দখল করে নিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই শিবির কর্মীরা তা আবার উদ্ধার করে। এ পর্যায়ে হল প্রভোস্ট, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দু'দলের শীর্ষ নেতারা হলে জড়ো হয়। হল প্রভোস্ট উক্ত সীটটি পুনঃ বরাদ্দ না দেয়া পর্যন্ত খালি রাখার নির্দেশ দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। সকলে মিলে হলের গেটে উপস্থিত হলে সেখানে শিবিরের জিয়া হলের সভাপতি মিজানুর রহমান প্রতিপক্ষের অতর্কিত হামলায় মারাত্মকভাবে জখম হন। ছাত্রশিবির অভিযোগ করেছে, ছাত্রলীগ ক্যাডারেরা পুলিশের নিকট থেকে লাঠি নিয়ে মিজানকে আঘাত করলে আহত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় সে পুলিশের এসির কোলে ঢলে পড়ে। মিজানকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হল প্রভোস্ট এবং পুলিশ প্রশাসনের সামনেই আহত করে। এর পরপরই উত্তেজনা অন্যান্য হলে ছড়িয়ে পরলে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে পুরো ক্যাম্পাসে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্ররা দিগবিদিক ছুটোছুটি করে। এ সময় জিয়া হলের দিকে গুলী ও ককটেলের শব্দ শোনা যায়। রাত সাড়ে এগারোটা হতে প্রায় দুই ঘন্টা এই সংঘর্ষ স্থায়ী হয়। সংঘর্ষে আনিছ, ওলিউর, আব্দুল্লাহ, হানিফ, রওনক, ফেরদৌসসহ ১৬ জনকে গুরুতর আহতাবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এতে শিবিরের ২১ জন কর্মী আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়। অপরদিকে ছাত্রলীগ দাবী করেছে তাদের ১৯ জন আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জোহা হলের ডাইনিং-এর ছাদ থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তিনি পায়ে গুরুতর ব্যথা পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

শিবির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা পুলিশকে লাঠিয়াল বাহিনীর ন্যায় ব্যবহার করে চর দখলের ন্যায় ক্যাম্পাস ও হল দখলের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। পুলিশের এসির কোলের ওপর মিজানকে আহত করলেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের পুলিশ গ্রেফতার না করে উল্টো নির্যাতিত ১২ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

রাত সোয়া দুইটার দিকে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হল ছাড়া বাকি ৯টি ছাত্র হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ১২ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে মাদার বখস হল থেকে ৭ জন, আমীর আলী হল থেকে ৩ জন এবং হাবিবুর ও লতিফ হল থেকে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রলীগ ও পুলিশ কর্তৃক জোহা হলের ২০৭ নং, মাদার বখস হলের ২২১, সোহরাওয়ার্দী হলের ২৬৬ নং, হাবিবুর রহমান হলের ১৯৮ নং, কক্ষসহ প্রায় ১০টি কক্ষ ভাঙচুর হয়েছে বলে শিবির দাবী করেছে।

এ ব্যাপারে পুলিশের জনৈক কর্মকর্তার সাথে আলাপ করা হলে তিনি বলেন, শিবিরের মিজান আগে আহত হয়েছে এটা ঠিক। তবে তাকে পুলিশের লাঠি দিয়ে আঘাত করার ঘটনা সত্য নয়। তিনি ঘটনাটি নিজে দেখেননি। উল্লেখ করে বলেন, অনেক লোকের মাঝে কোন কিছুতে বেধে সে আহত হতে পারে। পুলিশ কর্তৃক ভাঙচুরের ঘটনাও তিনি অস্বীকার করে বলেন, তল্লাশির স্বার্থে কক্ষের তালা ভাঙচুর হয়েছে মাত্র। ছাত্রলীগ বলেছে, ছাত্রলীগের বৈধ সীট শিবিরের ক্যাডাররা দখল করে নিয়েছে এবং হলে হলে তাদের ১৯ জন কর্মীকে আহত করা হয়েছে। তবে কত তারিখের সীট বরাদ্দে তারা ঐ সীটটি পেলেন এ প্রশ্নের উত্তর তারা এড়িয়ে গেছেন।

ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রশাসন ২ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন ধ্বংসের এবং বিরোধী দলের আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে ক্যাম্পাস বন্দের ষড়যন্ত্র করেছে। তারা সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহবান জানান।

ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর মোখলেসুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সীট দখলের মত তুচ্ছ ঘটনা নিয়েই এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, সীট শিবির কর্মীদেরই ছিল। ছাত্রলীগ শিবির কর্মীদের উক্ত সীটে উঠতে বাধা দেয়। হল প্রভোস্ট সব মীমাংসা করে দেয়ার পর উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষ পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়নি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নির্দোষ ছাত্রও থাকতে পারে। তবে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরাই গ্রেফতার হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিটি হয়নি। জিয়া হল প্রভোস্টকে বারবার যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। ছাত্রশিবির এ ঘটনার প্রতিবাদে ভিসিকে ৩ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।